তারিখ 14 APR. 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬-৩

প্রথম আলো

পাবলিক লাইব্রেরিতে কমিউনিটি সেন্টার করার সিদ্ধান্তে ক্ষোভ

মনিরুজ্জামান, নরসিংদী ●

নরসিংদী জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে কমিউনিটি সেন্টার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধিরা।

এলাকাবাসী ও জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, শিবপুরের প্রাণকেন্দ্রে বিগত জোট সরকারের আমলে ২০০৬ সালে তৎকালীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া দ্বিতল ভবনের একটি অত্যাধুনিক পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। যার নিয়ন্ত্রক জেলা পরিষদ। লাইব্রেরির জন্য বিভিন্ন সময় আসবাব ও বই রাখার সেলফ কেনা হয়েছে। শুধু বই না থাকায় দীর্ঘ নয় বছরেও লাইব্রেরিটি চালু করা সম্ভব হয়নি। তাই লাইব্রেরিটি প্রায় সময়ই থাকে তালাবদ্ধ।

সম্প্রতি জেলা পরিষদ দ্বিতল ভবনের নিচতলা লাইব্রেরি ও ওপরের তলা কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চলতি মাসে আবুল কায়েস নামের এক কর্মচারীকে (কেয়ারটেকার) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় শিক্ষার্থী-শিক্ষক, সুধীজনসহ জনপ্রতিনিধিরা।

শিবপুর শহীদ আসাদ সরকারি কলেজের বিবিএ শাখার শিক্ষার্থী সাইদুল হক বলেন, 'লাইব্রেরির ভবন দেখে দেখেই এইচএসসি পাস করলাম। তালাবদ্ধ থাকায় কোনো দিন ভেতরে যেতে পারিনি।'

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও শিবপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. আসাদুজ্জামান বলেন, 'জেলা পরিষদের সঠিক তদারকি না থাকায় এখানে বর্তমানে মাদকসেবীদের আড্ডা বসে। যত দ্রুত সম্ভব এটাকে শুধু সাইনবোর্ডে নয়, কার্যত পাবলিক লাইব্রেরি হিসেবে রূপ দেওয়া হোক।'

শিবপুর শহীদ আসাদ সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. সিরাজউদ্দিন ভূঁইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের দেশ মেধাশূন্য হবে না কেন? একটি পাবলিক লাইব্রেরিকে যদি কমিউনিটি সেন্টার বানানোর সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের মূল্যবোধ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও দুঃখজনক।'

শিবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফুল আফসার বলেন, 'পাবলিক লাইব্রেরি কাম কমিউনিটি সেন্টার-এমন একটি প্রস্তাব দিতে জেলা পরিষদ থেকে বলা হয়। আমরা সেভাবে মত দিয়েছি।'

লাইব্রেরিকে কমিউনিটি সেন্টার বানানোর বিপক্ষে মত দেন উপজেলা চেয়ারম্যান আরিফ উল ইসলাম মৃধা। তিনি বলেন, 'দেহ আছে, প্রাণ নেই। তেমনি সেলফ আছে, বই নেই। মান্নান ভূঁইয়া শিবপুরের বইপড়ুয়াদের কথা চিন্তা করে লাইব্রেরিটি করেছিলেন আর এখন এই সরকারের কর্মকর্তারা এটাকে বাণিজ্যিকভাবে কমিউনিটি সেন্টার বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। খুবই দুঃখজনক।'

নরসিংদী জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল কাদের *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পাবলিক লাইব্রেরিও থাকবে, কমিউনিটি সেন্টারও হবে। একসঙ্গে দুটো চলবে কীভাবে-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা পরিষদের সিদ্ধান্ত।'